لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

পাইগাম

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় ঃ ১৭শ বর্ষ : ১৫ই আগষ্ট : ১৯৬৩ সন : ৭ম সংখ্যা

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্-তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদা-তা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক ঃ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

সূচীপত্র

৭ম সংখ্যা
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥	মৌঃ মোঃ আব্‌দুল জব্বার ॥	১৪৫
॥ হাদিস ॥	মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ ॥	১৪৭
॥ হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী ॥	মৌলবী মোহাম্মাদ ফজলুল করিম ॥	১৪৮
॥ পরকাল ॥	মৌলবী মোহাম্মাদ ॥	১৪৯
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী ॥	১৫১
॥ যীশুর ঈশ্বরত্ব ॥	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী ॥	১৫৩
॥ জুমআর খুৎবা ॥	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি (আইঃ) অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ ॥	১৫৬
॥ সংবাদ সংগ্রহ ॥	আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল ॥	১৬৪
॥ সম্পাদকীয় ॥	॥	১৬৮

ছাত্র চাই

রাবওয়ার জামেয়া আহ্‌মদীয়াতে ছাত্র ভর্তি করার জন্য পূর্ব-পাকিস্তান হইতে দুইজন ম্যাট্রিক পাশ ছেলের দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। যাহারা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তাহারা যেন নিজ নিজ প্রেসিডেন্টের মারফত ৩১ শে আগষ্টের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের আমীর সাহেবের নিকট দরখাস্ত পেশ করেন।

জেনারেল সেক্রেটারী,
পূঃ পাঃ আঃ আহ্‌মদীয়া,
৪ নং বকসিবাজার রোড,
ঢাকা—১

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্মদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ১৫ই আগষ্ট : ১৯৬৩ সন : ৭ম সংখ্যা

কোরআন করীমের অনুবাদ

মৌঃ মোঃ আব্দুল জব্বার

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ বাকারাহ্

ত্রয়স্ত্রিংশ রুকু

২৫৪। এই সমস্ত পয়গম্বরকে আমরা মহিমান্বিত করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত অন্যান্য অপেক্ষা উন্নত স্তরের ছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন এবং তাহাদের কাহাকেও অন্যান্য অপেক্ষা মর্যাদানুযায়ী মহত্বর করিয়াছেন। আমরা মরিয়মের পুত্র ইসাকে নিরঙ্কুশ প্রমাণ দিয়াছিলাম এবং পবিত্রতার প্রভায় প্রভাবান্বিত করিয়াছিলাম। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে

তাহাদের পরবর্তী যুগে যাঁহারা আসিয়াছিলেন —সন্দেহাতীত সত্যের প্রমাণ পাওয়ার পর তাহারা পরস্পর বিবাদ বিষম্বাদ করিত না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়াছিল আবার কেহ কেহ অবিশ্বাস করিয়াছিল। এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিত না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।

২৫৫। ওহে বিশ্বাসীগণ! ঐদিন আসিবার পূর্বে, যাহা আমরা তোমাদিগকে দান করিয়াছি, তাহা হইতে খরচ করিতে থাক—যাহাতে ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব বা সুপারিশ থাকিবে না; এবং যাহারা অবিশ্বাসী তাহারাই অত্যাচারী।

২৫৬। আল্লাহ্—তিনি ছাড়া কোন ঈশ্বর নাই। তিনি জীবন্ত, স্বয়ং সম্পন্ন ও সর্ব-প্রতিপালক। ঘুমে তিনি কখনও আবিষ্ট হন না। ভূমণ্ডলে ও আকাশে যাহা কিছু আছে—সব তাহারই। এমন কে আছে, যে তাঁহার আদেশ ব্যতীত তাঁহার কাছে সুপারিশ করে। তাহাদের অগ্রে ও পশ্চাতে কি আছে, তিনি ব্যতীত আর কেহ জানে না। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ তাঁহার কনা মাত্র জ্ঞান অবগত হইতে পারে না। তাঁহার জ্ঞান আকাশ ও ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে এবং এই সমস্তের তত্ত্বাবধানে তিনি ভারাক্রান্ত হন না। তিনিই মহান ও প্রতাপশালী।

মৌলবী মমতাজ আহমদ সাহেবের অনুবাদ কৃত কোরআন করীমের পাণ্ডুলিপি এখনও হস্তগত হয় নাই। তাই জনাব আব্‌দুজ জব্‌বার সাহেবের সাহায্যে এই অংশটুকু অনুবাদ করিয়া আপনাদের কাছে উপস্থিত করিলাম। (সঃ আহমদী)

নবী করিম (সাঃ) বলিয়াছেন :—যে ছালাম দ্বারা অভ্যর্থনা করে না, তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিওনা। —বয়হাকী

হাদিস

মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

و عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلے الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم الى قيام الساعة امر اكبر من الدجال - رواه مسلم -

"ইমরান বিন হুসাইন হইতে বর্ণিত : রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন : আদমের সৃষ্টি হইতে কেয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত দাজ্‌জালের চাইতে ভয়ংকর আর কিছুই নাই।" (মুসলিম)

এই হাদিসে রসুল করীম (দঃ) দাজ্‌জালকে ভয়ংকর বলিয়াছেন ; কিন্তু দাজ্‌জাল কাহাকে বলে বা দাজ্‌জালকে কি ভাবে চিনা যাইতে পারে তাহা তিনি বলেন নাই, শুধু দাজ্‌জালের ভয়ংকর হওয়ার প্রতিই তিনি গুরুত্ব দিয়াছেন। যদি আমরা এই হাদিসকে কোরআনের আলোতে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, আল্লাহ-তা'লা সুরা কাহ্‌ফে খৃষ্টান জাতির ত্রিত্ববাদকে ভয়ংকর নামে অভিহিত করিয়াছেন :

و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا - ما لهم به من علم و لا لابائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا -

"এবং ইহা (কোরআন) উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে যাহারা বলে 'আল্লাহ্‌ পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।' তাহাদের আদৌ কোন জ্ঞান নাই এবং তাহাদের পূর্ব পুরুষদেরও কোন জ্ঞান ছিল না। তাহাদের মুখ হইতে যে বাক্য বাহির হইতেছে, উহা ভয়ংকর কথা। তাহারা মিথ্যা বই আর কিছুই বলিতেছে না।" (সুরা কাহাফ)

উক্ত আয়েতে বলা হইয়াছে, যাহারা আল্লাহর পুত্র আছে এই কথা বলে—তাহারা মিথ্যা বই আর কিছুই বলেনা, তাহাদের এই কথা অতীব 'ভয়ংকর'। কোরআনে বর্ণিত ভয়ংকরই হাদিসে দাজ্‌জাল নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ভয়ংকর কথা কাহাদের মুখ হইতে বাহির হইতেছে? যাহাদের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইতেছে—তাহাদেরকেই আঁ-হযরত (দঃ) দাজ্‌জাল বলিয়াছেন। এখন এই দাজ্‌জাল কাহারা? খ্রীষ্টান জাতিই যে এই দাজ্‌জাল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্যান্য হাদিস হইতেও এই কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। কাজেই কিম্ভূতকিমাকার দৈত্যের প্রতি না তাকাইয়া

আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসুল যাহাদিগকে দাজ্‌জাল বলিয়াছেন এবং উহাকে চিনিতে ইংগিত করিয়াছেন—তাহাদিগকেই দাজ্‌জাল বলা সমীচীন নয় কি? শুধু সমীচীনই নয় বরং ইহাই ইমানের ও ধর্মের প্রকৃত মূল কথা। আজ কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত আকায়েদ ও আমল পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানগণ তাহাদের প্রাধান্য হারাইয়াছে। আজ সকল দিক দিয়াই মুসলমানগণ অপরের নিকট কৃপার পাত্র, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ইত্যাদি সকলদিকেই এই দাজ্‌জাল জাতিরই প্রাধান্য। এই দাজ্‌জাল জাতিই আজ মুসলমানদিগকে বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আপসে ঝগড়া ও বিবাদে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। হায়! কবে মুসলমানগণ দাজ্‌জালের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া ইহাদের ফাঁদ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। দাজ্‌জালের ফাঁদ হইতে মুক্তি লাভ করিবার ও নিরাপদে থাকিবার পথও আঁ-হযরত (দঃ) বলিয়া দিয়াছেন। সেই হাদিস আমরা পরে আলোচনা করিব।

ان شاء الله।

হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) এর অমৃত বাণী

মৌলবী মোহাম্মাদ ফজলুল করিম

নিজের ধন খোদার পথে ব্যয় কর

হজরত মসীহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেনঃ সেই ব্যক্তিকেই প্রকৃতপক্ষে ও পূর্ণরূপে এই জমাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে, যে নিজের প্রিয় মাল এই পথে ব্যয় করিবে। একথা সত্য যে, তোমরা দুইটি জিনিষকে ভালবাসিতে পারনা এবং ইহা সম্ভব নহে যে, ধন ও খোদা-তা'লা উভয়কেই তোমরা ভালবাসিতে পার। কেবল একটিকেই ভালবাসিতে হয়। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে খোদাকে ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে

যদি কেহ খোদাতালার প্রেমে—তাঁহার পথে আপন অর্থ ব্যয় করে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, অন্যের তুলনায় তাহার অর্থে অধিক বরকত দেওয়া হইবে। কারণ ধন আপনা আপনি আসেনা—খোদাতা'লার ইচ্ছায় আসে।

অতএব যে ব্যক্তি খোদার জন্য নিজের ধনের কতক অংশ ত্যাগ করে, সে অবশ্যই তাহা পাইবে। কিন্তু যে ধনকে ভালবাসিয়া খোদা-তালার পথে আপন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে না—সে নিশ্চয়ই সেই ধন হারাইবে।

[রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স (উর্দু)
সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ হইতে]

পরকাল

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নির্বাণ তত্ব

জন্মান্তরবাদ খণ্ডন করার পর আমরা নির্বাণ সম্বন্ধে কিছু না বলিলে, বিষয়টির আলোচনা অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

বাসনাকে অন্তর্মুখী করিলে উহা ক্রম-বর্দ্ধমান জড় বন্যার প্রবাহ আনয়ন করে—যাহার ফলে মনে ভীষণ দাহ ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জড় বাসনা ও আসক্তি অন্তরে অদৃশ্য অগ্নি ও জ্বালা উৎপাদন করে। পক্ষান্তরে বাসনা, কামনাকে বহির্মুখী অর্থাৎ আল্লাহ-তা'লা ও মানব কল্যাণের দিকে প্রসারিত করিলে উহা অন্তরে আলোক উৎপাদন করে। জড় বাসনা যে পরিমাণ বহির্মুখী হইতে থাকে—সেই পরিমাণ উহার অগ্নি ও জ্বালা আলোক ও স্নিগ্ধতায় পরি-বর্তিত হইতে থাকে। যে দাহিকা শক্তিতে অগ্নির পরিমাণ যত বেশী—উহা তত বেশী দগ্ধ করে এবং আলোকদানের দিক দিয়া উহা তত স্তিমিত। আবার দাহিকা শক্তিকে যত বেশী আলোকে পরিবর্তিত করা যায় উহার উত্তাপ তত কম। আমরা আলো পাইবার জন্য তৈল ইত্যাদি যে সব উপাদান জ্বালাই—উহার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ

উত্তাপাকারে অযথা নষ্ট হইয়া যায় এবং পাঁচভাগ পরিমাণ আলোকাকারে পাই। যেহেতু দাহিকা শক্তি হইতে আলোকের সৃষ্টি, সেহেতু বৈজ্ঞানিকগণ দাহিকা শক্তিকে বেশী পরিমাণে আলোকে পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিজলীর মাধ্যমে উৎপাদিত দাহিকা শক্তির ১০ ভাগ মাত্র বাল্বের মাধ্যমে আমরা আলোকাকারে পাই—বাকি ৯০ ভাগ উত্তপাকারে নষ্ট হইয়া যায়। যদি কোন দিন বৈজ্ঞানিকগণ কোন প্রক্রিয়ায় দাহিকা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে আলোকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে তাহা হইলে আমরা অল্প খরচে বহুগুণে বেশী উত্তাপ বিহীন আলোক প্রাপ্ত হইব। উহা উজ্জ্বল আলো দিবে; কিন্তু উহাতে হাত দিলে উত্তাপ লাগিবে না। প্রকৃতির মধ্যে ইহার ক্ষুদ্রতম দৃষ্টান্ত জোনাকি পোকা এবং বড় দৃষ্টান্ত চন্দ্র। ইহাদের আলোতে উত্তাপ নাই। ইহাদিগের মধ্যে দাহিকা শক্তির নির্বাণ ঘটিয়া শুধু আলো রহিয়া গিয়াছে। নবী ও রসুলগণ মানুষের মধ্যে কামনা বাসনার দাহিকা শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আল্লাহ্-তা'লার দেওয়া বিধানের প্রক্রিয়ায় অন্তর্মুখ হইতে উহার মোড় ফিরাইয়া অসীম আল্লাহ্-তা'লা ও অসীম কল্যাণের দিকে প্রসারিত করিয়া আলোকে পরিবর্তিত করিয়া দেন। যখন তাহার মধ্যে পার্থিব বাসনা, কামনার সকল উত্তাপ আলোকে অবস্থান্তরিত হয়, তখনকার অবস্থাকেই বুদ্ধদেব নির্বাণ অবস্থা বলিয়াছেন। তখন আগুন নিভিয়া গিয়াছে, তাহার উত্তাপের অবসান ঘটিয়াছে, তাহার স্থানে তাহার ওয়ারিশ হিসাবে শুধু তাপহীন জ্বালাহীন আলো রহিয়া গিয়াছে। তাহার আত্মা তখন হইতে বাসনারাজির নির্বাপিত আগুনের চির-অনির্বাণ জ্যোতিরমালার অধিকারী।

আলো দেখিতে আলোর প্রয়োজন হয়। সূর্যের জ্যোতিঃ দেখিতে চোখের জ্যোতির প্রয়োজন। যাহার চক্ষু জ্যোতিহীন—সে আকাশের জ্যোতিকে দেখে না। যাহার চোখের জ্যোতিঃ যে পরিমাণ সতেজ সে তত বেশী স্পষ্টাকারে আকাশের জ্যোতিকে দেখে। আল্লাহ্-তা'লা অসীম ও অনন্ত আলোকময়। তাঁহার জ্যোতিকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত সতেজ জ্যোতির প্রয়োজন। মহান সৃষ্টিকর্তা তাই একদিকে তাহাকে দেখিবার জন্য মানব অন্তরে যেমন লক্ষ লক্ষ লেলীহান বাসনার প্রদীপ রাখিয়া দিয়াছেন—অন্য দিকে তেমনি আপন করুণায় আমাদিগের মধ্য হইতে—আমাদেরই মানুষ দিয়া সেই লক্ষ লক্ষ বাসনার লেলীহান অগ্নীশিখাকে আমাদের অন্তরে তাপহীন, জ্বালাহীন, অগ্নীশূন্য মহা আলোকবর্তিকায় পরিবর্তিত করিয়া তদ্বারা আমাদিগকে তাঁহার অনন্ত জ্যোতিকে অবলোকন করার ব্যবস্থা প্রতি যুগেই দিয়া আসিতেছেন। যাহারা বাসনাগ্নিকে আলোকে পরিবর্তিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহারা আধ্যাত্মিক অন্ধ রহিয়া যায়। তাহাদিগের আত্মা খোদার জ্যোতিকে দেখিতে পায় না।

পক্ষান্তরে আমাদিগের বাসনাবলি যেদিন আলোকে পরিবর্তিত হওয়ার এক বিশেষ ও নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌছায় এবং আমাদিগের আত্মা আল্লাহ্-তা'লার জ্যোতির নিম্নতম প্রকাশকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়, সেদিন আলোকের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। উহাই আমাদিগের জন্য নির্বাণের নিম্নতম ধাপ। নবী রসুলগণ তাঁহাদিগের সকল কামনা ও বাসনাকে আল্লাহ্-তা'লার পথে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়া, তাঁহাদিগের অন্তরকে মানব জীবনে সম্ভাব্য উজ্জলতম আলোকে উজ্জল করিয়া আল্লাহ্-তা'লার জ্যোতিকে মানব দেহে থাকা কালীন সম্ভাব্য চরমাকারে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা ইহজীবনে চরম নির্বাণ। কিন্তু আল্লাহ্-তা'লার অসীম জ্যোতিঃ। সুতরাং অসীম জোতিকে অবলোকন ও উপলব্ধি করার শেষ নাই। ইহার সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ

চলতি দুনিয়ার হালচাল

—মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

পোষাক পরিচ্ছদ ঃ

আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ কেমন হবে এনিয়ে অনেক মতের কথা শুনা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে এখন আমাদের কিছুই করবার নেই। ইহা পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট আছে অর্থাৎ রছুরুল্লাহ্ ছাঃ যে ধরণের, যে ভাবে পোষাক পরতেন আমাদেরও তাই করতে হবে। আবার অনেকে মনে করেন— পোষাকের ব্যাপারে আমাদের ১৪ শত বৎসরের অতীত কালে আরবের মরুভূমিতে গিয়ে ঘুরা ফিরা করলে হবে না। পোষাকের মধ্যে থাকবে নিত্য নতুন ফ্যাশন, আধুনিকতার ছাপ। এসব ছাড়া আরো নানামতের লোক রয়েছে। এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছিনা।

পোষাক সম্বন্ধে কোন বিচার বিবেচনা করতে হলে আমাদিগকে কয়েকটি মৌলিক বিষয় চিন্তা করে দেখতে হবে—কেন আমরা পোষাক পরি। ঐসব মৌলিক বিষয়াদি স্পষ্ট নির্দেশ দিবে কখন, কোন কাজে, কোন দেশে, কোন আব-হাওয়ায়, কি ধরণের পোষাক হবে। মোটা-মুটি নিম্নলিখিত কারণে পোষাক পরতে হয়।

শীতাতপ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য।
লজ্জা নিবারণের জন্য।

দৈহিক সৌন্দর্য্য ও শালীনতা বৃদ্ধির জন্য।
কাজ কর্মের সুবিধার জন্য।
পরিচয়ের জন্য।

অবস্থা মোতাবেক কোন একটি কারণ প্রাধান্য লাভ করতে পারে। উপরে উল্লেখিত প্রথম তিনটি কারণ নিয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। চতুর্থ ও পঞ্চম কারণ দু'টো সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। রাত্রিতে শয়ন করা, সভাসমিতিতে যাওয়া বা মিল্ ফ্যাকট্টরী ও লেবরটরীতে কাজ করার জন্য একই পোষাক হতে পারে না। সুতরাং অবস্থা অনুযায়ী পোষাকের তারতম্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সৈন্যেরা, সাধারণ লোক হতে আলাদা পোষাক পরে। কোন কোন জাতি নিজেদের পরিচয়ের জন্য নিজস্ব ধরণের পোষাক পরে থাকে—আবার পাদ্রী, সন্যাসী, নান্ [Nuns] তারাও বিশেষ ধরণের পোষাক পরেন। তা'ছাড়া স্কাউট্, গার্লস্ গাইড, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এদের কর্মী বা ছাত্র-ছাত্রীদের বাহ্যিক পরিচয়কে সহজ সরল করার জন্য নির্দিষ্ট ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ অনুমোদন করে থাকে।

এখন পোষাক পরতে গিয়ে যদি এমন ফ্যাশন গ্রহণ করা হয়—যা বজায় রাখতে গিয়ে শীত কালে শীতে কষ্ট পেতে হয়—আবার গরম কালে আরো বেশী করে আই ঢাঁই করতে হয়—তবে শীতাতপ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পোষাক পরা হয়েছে বলা যায় না—ফ্যাশানের জন্য বসন ধরা হচ্ছে বলা যায়। লজ্জা নিবারণের অর্থ হলো—স্ত্রী-পুরুষ দেহের কতক-গুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—যেগুলোকে সমাজ ব্যবস্থায় ঢেকে রাখা শ্রেয় মনে করা হয়, ঐগুলো ঢেকে রাখতে হবে, যাতে যথাসম্ভব অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। কিন্তু এমন ফ্যাশনে যদি বসন পরা হয় যাতে ঐ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আরো বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠে তবে পোষাকে লজ্জা নিবারণ হচ্ছে না বলে সজ্জা দ্বারা লজ্জাকেই হার মানানো হচ্ছে বলা যায়।

পোষাক পরিচ্ছদ দ্বারা আমাদের দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে সাথে যাতে শালীনতা বোধও থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। বরং সৌন্দর্যের সাথে সাথে শালীনতা বৃদ্ধির দিকে সম দৃষ্টি দিলে পোষাক সংক্রান্ত বহু সামাজিক জটিলতা হতে আমরা বেচে যেতে পারি। ইস্‌লাম পোষাক পরিচ্ছদের মৌলিক বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখেই ব্যবস্থা দিয়েছে। কোন নির্দিষ্ট পোষাকের কথা না বলে—নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে শালীনভাবে ঢেকে রাখতে বলেছে।

অভাব ও স্বভাব ঃ

মার্কিন মুল্লুকের কোন এক পোষাক-পরিচ্ছদ বিভাগের প্রধানা আমাকে তার দেশের অতি আধুনিক পোষাকাদি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে বলেছিলেন। উত্তর দিয়েছিলুম—আমাদের

দেশে লোক উলঙ্গ অর্দ্ধউলঙ্গ থাকে অভাবের তাড়নায়—আর তোমাদের দেশে লোকে বিশেষ করে মহিলারা উলঙ্গ অর্দ্ধউলঙ্গ থাকে বিকৃতি স্বভাবের প্রেরণায়। ভদ্রমহিলা উত্তরে বল্লেন—মিঃ আলী তুমি রোগটি ঠিক ধরেছ। এই রোগের ঔষধ পাওয়া ভার।

পথে ঘাটে শুধু গরীবদেরকেই অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় না, ধনীর দুলাল-দুলালীদেরকেও টেডি বেশে দেখতে পাবেন। উপরোক্ত মার্কিনী রোগেরই সংক্রমণের ফল এই সব। এসব দূর করতে হলে পোষাক পরিচ্ছদের মৌলিক প্রয়োজনাদি ও টেডি পোষাক যে সব অযাচিত সামাজিক সমস্যাদির সৃষ্টি করবে—তা নিয়েও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি বড় প্রয়োজন হলো সামাজিক জীবনে ইসলামি মূল্যবোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সক্রিয় ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া। নতুবা অভাব ত আমাদের লেগেই আছে—স্বভাবও হারাতে হবে।

যীশুর ঈশ্বরত্ব

—আহমদ তৌফিক চৌধুরী

'লাকাদ কাফারাল্লাজিনা কালু ইন্নাল্লাহা হুয়াল মাছিহুবনু মারয়ামা, ওয়া কালাল মাছিহু ইয়া বনি ইছরাইলা ঃ বুদুল্লাহা রাব্বি ওয়া রাব্বাকুম।'

নিশ্চয় তাহারা অবিশ্বাসী, যাহারা বলে মরিয়ম পুত্র মসিহই ঈশ্বর ; অথচ মসিহ বলিয়াছিলেন, হে ইসরাইল বংশীয়গণ, উপাসনা কর আল্লার, যিনি আমার এবং তোমাদের প্রভু। (মায়েদা, ৭৩ আয়েত)।

ঈশ্বরত্বের প্রমাণ স্বরূপ খ্রীষ্টানগণ বলেন, 'যীশু বহু প্রকার অলৌকিক কার্য করিয়াছেন যাহা ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। যেমন, মৃতকে জীবিত করা, অন্ধকে দৃষ্টি দান, কুষ্ঠীকে আরোগ্য দান প্রভৃতি। এই খানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যীশু যে সকল জ্বরা, মৃত্যু এবং ব্যাধিগ্রস্ত লোককে আরোগ্য দান করিয়াছিলেন তাহারা কেহই দৈহিক ভাবে রোগাক্রান্ত বা মৃত ছিল না বরং পাপের ফলে আত্মিক দিক দিয়া মৃত বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহা যীশুর বাক্যদ্বারাও প্রমাণিত হয়। যেমন, তিনি এক পক্ষাঘাতীকে আরোগ্য দান করিয়া বলিলেন, 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল।'

(মথি ৯ : ২)। অন্য এক রোগীকে সুস্থ করিয়া বলিলেন, 'দেখ তুমি সুস্থ হইলে ; আর পাপ করিওনা।' (যোহন ৫ : ১৪)। আত্মিক মৃত সম্বন্ধে দেখুন মথি ৮ : ২। এইরূপ আত্মিক মৃতকে প্রত্যেক নবীই জীবিত করিতে পারিতেন। যেমন পবিত্র কোরাণে আছে, 'ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানুছ তাজিবুলিল্লাহী ওয়ালির্ রাছুলী ইজা দায়াকুম লেমা ইউহ্‌ইকুম।' অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ এবং রাছুলের আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তিনি আহ্বান করেন তোমাদিগকে জীবিত করার জন্য। (আনফাল, ২৫ আয়েত)। এখন বাইবেল হইতে নজীর পেশ করিয়া দেখাইব যে, যীশু ব্যতীত আরও অনেকেই এই সকল কার্য করিতে সক্ষম ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও সক্ষম হইবেন। যেমন—মৃতকে জীবিত করা হইয়াছিল। দেখুন, ২ রাজাবলি, ৪ : ২২-৩৫ ; ২ রাজাবলি, ১৩ : ২১ ; ১ রাজাবলি ১৭ : ২১ - ২২। কুষ্ঠীকে আরোগ্য দান করা হইয়াছে। দেখুন ২ রাজাবলি ৫ : ১—১৪। অন্যেরাও ভূত ছাড়াইতে সক্ষম। দেখুন, মার্ক ১৬ : ১৭। যীশুর ন্যায় অদ্ভুত কার্য আরও অনেকেই করিতে পারে। দেখুন, মথি ২১ : ২১। এমন কি যীশু হইতেও অনেক বড় বড় কার্য অন্যেরা করিতে পারে। দেখুন, যোহন ১৪ : ২।

পাপ মোচন করিবার ক্ষমতা ঈশ্বরত্বের প্রমাণ নহে। অন্যেরাও পাপ মোচন করিতে পারে। দেখুন, যোহন ২০ : ২৩। যীশু পিতায় এবং পিতা যীশুতে থাকা ঈশ্বরত্বের প্রমাণ নহে। কেননা অন্য লোকেরাও যীশুর ন্যায় ঈশ্বরে থাকিতে পারে। দেখুন—যোহন ১৭ : ২১।

যীশু ও ঈশ্বর এক, এই বাক্যও ঈশ্বরত্বের প্রমাণ নহে। অন্যের জন্যও এই বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। দেখুন, যোহন ১৭ : ১১। আদি ১ : ২৭।

ইহা ছাড়া যীশু সর্বদাই নিজের ঈশ্বরত্বের কথা অস্বীকার করিয়াছেন, বরং তিনি নিজকে ঈশ্বরের দাস, প্রেরিত, ভাববাদী, মনুষ্যপুত্র, মানুষ, এবং পবিত্র ব্যক্তি বলিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করা হইল।

যীশু ঈশ্বরের দাস। প্রেরিত ৩ : ১৩ ; ৪ : ২৭।

যীশু ঈশ্বরের প্রেরিত। যোহন ১৭ : ৩ ; ৭ : ১৬ ; মথি ১০ : ৪০।

যীশু মানুষ। মথি ৯ : ৮।

যীশু ভাববাদী। মথি ১৩ : ৫৭ ; ২১ : ১১।

যীশু মনুষ্যপুত্র। মথি ১২ : ৮ ; ১৩ : ১৭।

যীশু পবিত্র ব্যক্তি। যোহন ৬ : ৬৯।

যীশু দুর্বল মানুষ ছিলেন, এই জন্য মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। মার্ক ১৪ : ৩৬।

যীশু মানুষ ছিলেন, এই জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। মথি ২৭ : ৪৬।

যীশু ঈশ্বর নহেন এই জন্য তিনি মানুষের পাপের বিচার করিতে পারেন না। যোহন ১২ : ৪৭ :—৫।

যীশু নিজকে ঈশ্বর হইতে পৃথক দেখইয়াছেন; যেমন তিনি বলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতে বিশ্বাস কর। (যোহন ১৪ : ১)। যীশুর এই সকল উপদেশ খ্রীষ্টান ভাতৃবৃন্দের আত্মিক ব্যাধি দূর করুক; সত্যকে দেখিবার জন্য তাহাদিগকে আত্মিক দৃষ্টি দান করুক। আমীন।

শোক সংবাদ

জনাব মীর্যা জাফর আহ্‌মদ সাহেবের কন্যা তালআত বেগম বহুদিন পর্যন্ত অসুস্থা ছিলেন। তেজগাঁয়ের হলি ক্রস হাসপাতালে তাঁহার চিকিৎসা করা হয়; কিন্তু কোন ফল না হওয়াতে তাঁহাকে লাহোর লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তিনি পরলোক গমন করেন। ইন্না.....রাজেউন।

তাঁহার রুহের মাগফেরাতের জন্য সকল ভাই-বোন দোয়া করিবেন।

* * *

জনাব মীর্যা জাফর আহ্‌মদ সাহেবও বর্ত্তমানে অসুস্থ। তাঁহার আরোগ্যের জন্য দোয়া করিবেন। —সঃ আঃ

আল্লাহ্-ই কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?

(কোরআন ৩৯ : ৩৭)

জুম'আর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (আইঃ)

আধ্যাত্মিকতা লাভের জন্য ধর্মের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

এই উভয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই আল্লাহ্-তা'লার মহব্বত এবং তাঁহার রোইয়াত (দর্শন) লাভ করা যায়।

আমাদের জমাতের অবশ্য কর্ত্তব্য, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় অবস্থাকে সংশোধন করার জন্য চেষ্টিত হওয়া।

হযরত আকদাস সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেনঃ—

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মগজই মূল বস্তু। কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, আবরণ ব্যতীত কোন মগজ তৈয়ার হইতে পারেনা। তাঁহারা ভুল করেন, যাঁহারা এই ধারণা পোষণ করেন যে, আবরণ ব্যতীত মগজ প্রস্তুত হইতে পারে। মগজের স্থায়িত্ব আবরণের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত।

একবার যখন আমি সিন্ধুতে গিয়া ছিলাম, তখন সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, সেখানে এক হিন্দুও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কেন হিন্দুস্থানে গমন করেন নাই।" তিনি উত্তর করিলেন "এখানে শান্তি আছে। যাহারা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহারা ভুল করিয়াছে। মুসলমানদের সহিত আমার বেশ সদ্ভাব আছে এবং এইখানে আমার কোনরূপ আশঙ্কা নাই।" উপস্থিত ব্যক্তি-গণের মধ্য হইতে একজন বলিলেন যে, এই বন্ধু ইসলাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং কিছুটা ইসলামের প্রতি অনুরাগী হইয়াছেন। আমি সেই হিন্দুকে বলিলাম, "যখন আপনি ইসলাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং কিছু পরিমাণে উহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখন আপনি অগ্রসর হইতেছেন না কেন? যদি আপনি ইসলামের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তবে এখন আপনি উহা গ্রহণ করেন না কেন?" হিন্দু লোকটি উত্তর করিলেন যে, "আমার গুরু মহাশয় আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন, 'ধর্ম্মের সম্বন্ধ হৃদয়ের সাথে। যখন কোন বস্তু হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া যায়, তখন উহা মানুষের জন্য যথেষ্ট।' আমার গুরুও খোদার বিষয়ে কথা বার্ত্তা শুনাইয়া থাকেন। অতএব যখন আমি হৃদয়ে ইসলামকে স্থাপন করিয়াছি এবং উহাকে ভালবাসিয়াছি;

তখন ইহাই যথেষ্ট। বাহ্যিকরূপে ইসলামকে গ্রহণ করার কি প্রয়োজন?" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বিবাহ করিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি বিবাহ করিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আপনার সন্তান সন্ততি আছে কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ আছে।" আমি বলিলাম, "আপনি কি কখনও আপনার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদিগকে আদর করেন?" ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "মানুষ নিজের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদিগকে আদর করিয়াই থাকে।" আমি বলিলাম, "আপনার অন্তরে কি তাহাদের জন্য ভালবাসা আছে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ আমার অন্তরে তাহাদের জন্য ভালবাসা আছে।" আমি বলিলাম, "যদি আপনার অন্তরে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের জন্য ভালবাসা থাকিয়া থাকে এবং আপনি বলিতেছেন যে, যদি হৃদয়ে কোন বস্তুর জন্য মহব্বত থাকা যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে আপনি আপনার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদেরকে কেন আদর করেন? দিলের মহব্বত কেন যথেষ্ট মনে করেন না? যদি আপনি আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জন্য শুধু অন্তরের মহব্বত যথেষ্ট মনে করেন না বরং বাহ্যিক ভাবেও তাহাদিগকে আদর করিতে চাহেন, তাহা হইলে খোদা-তা'লা সম্বন্ধে এই কথা কিরূপে বলিতে পারেন যে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ হৃদয়ে আছে বলিয়া বাহ্যিক উপসনার প্রয়োজন নাই। ইহাতে তিনি লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক ঠিক তেমনি যখন আধ্যাত্মিকতা সত্যতাসম্পন্ন তখন বাহ্যিকতাও সত্যতাসম্পন্ন। আমরা যদিও মগজের উপর গুরুত্ব দিয়াছি তাই বলিয়া ইহার অর্থ এই নয় যে, বাহ্যিকতার কোন স্থান নাই। মগজ তাহার আপন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ এবং আবরণ তাহার আপন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম যে সমস্ত আদেশাবলী দিয়াছে অথবা যে সমস্ত বিষয় সেই আদেশাবলীর যুক্তিসঙ্গত ফল হিসাবে বুঝায়, সেই সকলই কার্যকরী করা আবশ্যকীয়; অন্যথা সুষ্ঠু ফল লাভ করা যায় না। যেমন রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আমরা যখন নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হই তখন যেন সারিগুলি সোজা করিয়া লই। অন্যথা হৃদয় বক্র হইয়া যাইবে। এক্ষণে দেখ সারিগুলি সোজা না হওয়ার সহিত মনের বক্রতার কোন বাহ্যিক সম্পর্ক নাই; কিন্তু মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিতেছেন যে, সারি গুলি সোজা কর নতুবা মন বক্র হইয়া যাইবে। এই কথার উপরে তিনি আমলও করাইতেন। আজকাল লাউড স্পীকার হওয়াতে একটা ভুল নিয়ম পরিলক্ষিত হয় —যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে মুখ করিয়া আজান দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, 'আজানই ত দিতে হইবে— যেদিকে ইচ্ছা আজান দিয়া দিলেই হইল।' কিন্তু ইহা রসুল করীম (সাঃ)-এর সুন্নতের বিরোধী।

উম্মে তাহের (রাঃ) যখন অসুস্থ ছিলেন তখন হাসপাতালে তাঁহার অপারেসন হইয়াছিল। অপারেসনের পর ক্ষত গুলিতে কিংবা ঔষধের জন্য গন্ধ হওয়ার আশংকা হয়। এইজন্য ডাক্তারগণ সাধারণতঃ এইরূপ রোগীদের চারিপাশে, মুখে বা মাথায় ওডিক্লোণ দিতে বলেন। তাঁহাকেও ডাক্তার ওডিক্লোণ আনাইয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। যুদ্ধের দরুন জিনিষ পত্র বাজারে পাওয়া যাইত না। যাহাদিগকে ওডিক্লোণ আনিবার জন্য বাজারে পাঠান হইল, তাহারা খুজিয়া পাইল না। এইজন্য আমি ডাক্তার হাসমতুল্লাহ্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া উহার খোজে বাহির হইলাম। আমার স্মরণ আছে যে, আমরা একটি বড় এলোপ্যাথিক ঔষধের দোকানে গিয়াছিলাম। উহার মালীক একজন শিখ ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নিকট কি ওডিক্লোণ আছে?" তিনি বলিলেন, "আছে।" তিনি একটি বোতল আনিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন। আমি সেই বোতল দেখিয়া বলিলাম যে, "ইহা কি খাঁটি? এই বোতলের উপর লেবেল ত আপনার নিজের লাগানো।" তিনি উত্তর করিলেন, "আপনার ত ওডিক্লোণের দরকার, লেবেল সে যাহাই হউক না কেন।" আমি বোতলের মুখ খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে সে সুগন্ধ নাই যাহা ওডিক্লোণের হইয়া থাকে। ওডিক্লোণের বৃহত্তম অংশ হইল কমলালেবুর তৈল। আমি সেই দোকনদারকে বলিলাম, "এই বোতল হইতে কৃত্রিম কস্তুরীর গন্ধ আসিতেছে, ওডিক্লোণের নহে।" ইহাতে তিনি বলিলেন, গন্ধেরই দরকার, সে যে কোনই হউক না কেন।

ঠিক এইরূপই তাহাদের অবস্থা, যাহারা শরীয়তের আদেশাবলীকে এই বলিয়া অবহেলা করে যে, 'হুকুম পালন করিতে হইবে, তাহা যে কোন প্রকারে হইলেই চলে।' যাহা হউক আজান দেওয়ার এই নিয়ম ঠিক নহে, যাহা এখন পালন করা হইতেছে।

অতঃপর খুতবা সম্পর্কে নিয়ম হইল এই যে, শ্রোতাগণ ইমামের দিকে মুখ করিয়া বসিবে এবং তাঁহার প্রতি মনোযোগ রাখিবে; কিন্তু আজ প্রথমে নামাজীদিগকে কেবলা মুখী করিয়া সারিবদ্ধ করা হইয়াছে। অতঃপর ইমামকে মিম্বরের উপর দাঁড় করানো হইয়াছে। ইমাম মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান, আর শ্রোতারা অন্যদিকে মুখ করিয়া সারিবদ্ধ ভাবে বসিয়া আছে। মনে হয়, যেন খুতবার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। এইজন্য অন্যদিকে তাহাদের লক্ষ্য ও মনোযোগ। যদি সারি সোজা না হওয়ার জন্য হৃদয় বক্র হইয়া যায়, তাহা হইলে আজ যে পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে—অর্থাৎ ইমাম এখানে মেম্বারের উপরে দণ্ডায়মান আর শ্রোতারা অন্যদিকে মনোযোগী—ইহার জন্যও হৃদয় বক্র হইয়া যাওয়ার আশংকা আছে। লোকদেরকে যখন কেবলামুখী করিয়া সারিবদ্ধ করা হইয়া থাকে তখন ইমামকেও সেইখানে দাঁড় করানো উচিত। অতএব ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য মেম্বারের উপর

দাঁড়াইলে শ্রোতাগণেরও সেদিকে মুখ করিয়া বসা এবং সেদিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। অতঃপর যখন ইমাম খুতবা পাঠ শেষ করিয়া মছল্লায় (ইমামের নামাজ পড়াইবার স্থান) যাইবেন, তখন সারিগুলি সোজা করিয়া লওয়া হইবে। প্রথমতঃ লাউড স্পীকারের কি প্রয়োজন ছিল? ইহা কত বড়ই বা সমাবেশ আমরা কত হাজার হাজার জনতার মধ্যে লাউড স্পীকার ছাড়া বক্তৃতা করিয়াছি। সুতরাং লাউড স্পীকার ব্যতীতও খুতবা পাঠ করা যাইতে পারে। যদি লাউড স্পীকার লাগানই হয়, তবে ইমাম খুতবা দিয়া নামাজ পড়াইবার জন্য যাওয়ার সময় নামাজীগণ সারিগুলি সোজা করিয়া লয়। যাহা হউক বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। শুধু বাহ্যিকতাও যথেষ্ট হইতে পারেনা এবং শুধু আধ্যাত্মিকতা দ্বারাও কাজ চলিতে পারেনা। বরং একই সময় উভয়ের সংশোধন আবশ্যকীয়। যেমন শুধু বাহ্যিক নামাজ ও রোজার দ্বারা কোন উপকার হয় না। তেমনই শুধু আভ্যন্তরিক নামাজ ও রোজার দ্বারাও কোন লাভ হয় না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)-এর নিকট জনৈক বৃদ্ধ ঔষধ লওয়ার জন্য আসিত। সে ক্রমাগত ৬।৭ মাস যাবত আসিতেছিল। আমি এবং মীর মোহাম্মাদ এছ্হাক সাহেব সে সময়ে হযরত খলীফা আউয়াল (রাঃ)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করিতাম। সর্বদাই ঔষধের জন্য তাহার আগমন আমাদের নিকট আশ্চর্য্য লাগিত। এক দিন আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি প্রত্যহ এখানে আস; যদি তোমার চিকিৎসা ঠিক না হয়, তাহা হইলে ইহাকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাও।' হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) তখনকার দিনে সাধারণ সর্দ্দিকাশির রোগীদের জন্য ব্যবস্থাপত্রে 'সরবতে বনফসা' লিখিতেন। সেই বৃদ্ধ বলিল, "যেহেতু আমি এইখানে সরবত খাইতে পাই, সেহেতু রোজ ঔষধ নিতে আসি।" হযরত খলীফা আউয়াল (রাঃ) তাহাকে কয়েকবার নামাজ পড়িবার জন্য উপদেশ দিলে সে উত্তর করিত, আপনাদের নামাজ কোন নামাজ নাকি? মসজিদে নামাজ পড়িতে গেলেন, অতঃপর সালাম ফিরাইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। যে জিনিষের সহিত 'ইশক' হয় সেখান হইতে কি কেহ বাহিরে চলিয়া আসে? আমরা ত যেদিন হইতে আপন পীরের শিষ্যত্ব (মুরীদী) গ্রহণ করিয়াছি; সেইদিন হইতে আমরা নামাজ ভঙ্গ করি নাই, তখন নূতন করিয়া নামাজ শুরু করিবার প্রশ্নইবা কিরূপে উঠিতে পারে?"

সুতরাং স্মরণ রাখিবে যে, শুধু আধ্যাত্মিকতা কিছু নহে যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিকতা না থাকে। আভ্যন্তরিন ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সৃষ্টি হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিকতা উহার সহিত সংশ্লীষ্ট না হয়। শুধু আধ্যাত্মিকতার ফলে মানুষের

মধ্যে কপটতার সৃষ্টি হয় এবং কোন কোন সময় মানুষের মধ্যে লোক দেখানো স্বভাবের সৃষ্টি হয়। যাহারা মগজ ছাড়িয়া দিয়া আবরণের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে শুধু লোক দেখানো স্বভাবই পরিদৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নামাজ পড়া কত উত্তম কাজ ; কিন্তু হাজার হাজার এমন নামাজী আছে যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ-তা'লা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন :

ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
ساهون - الذين هم راءون -

অর্থাৎ ধ্বংস পতিত হয় এমন নামাজীদের উপর, যাহারা তাহাদের নামাজ হইতে উদাসীন এবং শুধু দেখাইবার জন্য তাহারা নামাজ পড়ে। নামাজের সহিত প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপ লোক যদিও নামাজ পড়িতেছে, কিন্তু আল্লাহ্-তা'লা বলিতেছেন যে, এইরূপ নামাজীদের জন্য ধ্বংস রহিয়াছে। ইহা কেন? এইজন্য যে, তাহারা শুধু দেখাইবার জন্য নামাজ পড়ে। বাহ্যিক ভাবে তাহারা নামাজের নিয়ম গুলি পালন করে ; কিন্তু ইহার সকল কিছুই দেখাইবার জন্য। অতঃপর এমন অনেক লোক আছে যাহারা বলিয়া থাকে যে, আমরা মনে মনে নামাজ পড়ি। তাহারা মনে করে যে, আধ্যাত্মিক অবস্থা ত কেহই দেখে নাই ; কাজেই এইরূপ ভাবে তাহারা অন্যান্যদেরকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। মোমেনকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় অবস্থাকে ঠিক করার প্রতি দৃষ্টি ও মনোযোগ দিতে হইবে। কোন নামাজ নামাজই হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার সহিত হৃদয় সম্মিলিত হয়। এমনিভাবে কোন নামাজ নামাজই হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত উহার সহিত দেহ সম্মিলিত না হয়। মনে মনে যদি 'জিকরে ইলাহী' (আল্লাহ্র স্মরণ) করিয়া লও ; কিন্তু বাহ্যিক ভাবে নামাজ না পড়, তবে কিছুই লাভ হইল না। এমনি ভাবে যদি বাহ্যিক নামাজ পড়া হয় ; কিন্তু হৃদয় উহার সহিত যোগ না দেয় তাহা হইলে কিছুই উপকার হইবে না। হযরত সৈয়দ অলিউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রহঃ)-এর এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার ভাই আবদুল গনি সাহেব (রহঃ) তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন। এক দিন সাক্ষাতের সময় তিনি তাঁহার ভাইকে বলিলেন, "আমি দেখিয়াছি যে, নামাজে যত স্বাদ পাওয়া যায় তাহার চেয়ে অধিকতর স্বাদ জিক্‌রে ইলাহীতে পাওয়া যায়। সেইজন্য আমি জিক্‌রে ইলাহী দীর্ঘক্ষণ যাবত করি।" সৈয়দ আবদুল গনি সাহেব বলিলেন, "এই নিয়ম ভাল মনে হইতেছে না। ইহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শরীয়ত যে বাহ্যিক নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছে, তাহা পালন করা কর্তব্য। এইরূপ হইতে হইতে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, একদিন তিনি (ভগ্নি)

বলিলেন, "আমি সুন্নত নামাজগুলি পড়া ত্যাগ করিয়াছি। কারণ জিক্‌রে ইলাহীতে স্বাদ পাওয়া যায়। এইজন্য সেই টুকু সময়ও আমি জিক্‌রে ইলাহীতে ব্যয় করি।" তাঁহার ভাই বলিলেন যে, "তুমি কোন এক দিন ফরজ নামাজ গুলিও ত্যাগ করিবে।" অবশেষে আর একদিন তিনি তাঁহার ভগ্নির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন ভগ্নি বলিলেন, "ফরজ নামাজেও সে স্বাদ পাওয়া যায়না যাহা জিক্‌রে ইলাহীর মাধ্যমে পাওয়া যায়। তিনি (ভ্রাতা) বলিলেন, "ইহাই এই কথার প্রমাণ যে, শয়তান তোমাকে খোদার রাস্তা হইতে সরাইতে চায়। এক্ষণে তোমার উচিত لا حول ولا قوة الا بالله পড়িতে থাকা। তিনি لا حول ولا قوة الا بالله পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। একদিন যখন তাঁহার ভাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন তিনি (ভগ্নি) বলিলেন, "আপনি আমাকে অতি উত্তম উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি কাশ্‌ফে দেখিয়াছি—একটি বানর বসিয়া আছে—যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লা আমার অন্তরে এই ভাবের উদ্রেক করিলেন যে, উহা শয়তান। বানরটি বলিল যে, আমি তোমার দ্বারা সকল নামাজই পরিত্যাগ করাইতাম। কিন্তু তোমার ভাই অত্যন্ত চতুর, সে তোমাকে আমার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে, শয়তান বাহ্যতঃ ইহাই বুঝাইয়াছিল যে, জিক্‌রে ইলাহী হইল মূল বস্তু। দাঁড় হওয়াও এবাদত। এবং এবাদত হইল মূল বস্তু যাহা বসিয়াও করা যায়। কাজেই নামাজে কেয়াম, রুকু, সেজ্‌দার কি প্রয়োজন? বসিয়া জিকর করিলেই এবাদত হইয়া যায়; কিন্তু এইরূপে মরিচা ধরিতে ধরিতে মানুষ সত্য ও আসল স্থান হইতে বহু দূরে সরিয়া যায়।

অতএব নিজেদের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের সৃষ্টি কর এবং শরীয়তের বাহ্যিক নিয়ম গুলিকেও প্রতিষ্ঠিত কর। আমি দেখিয়াছি যে, যেহেতু হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ) আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার উপরে অধিকতর জোর দিয়াছেন সেহেতু আমাদের জমাতের বাহ্যিক নিয়মাবলী পালন করার মধ্যে ত্রুটি আসিতেছে। আমি দেখিতেছি যে, ছাহাবাগণ যত রোজা রাখিতেন, আমাদের জমাত তত রোজা রাখে না। ছাহাবাগণ যত নামাজ পড়িতেন, ততটা আমাদের জমাতের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। আমাদের যুবকদের মধ্যে তাহাজ্জুদ ও নফল নামাজ পড়ার অভ্যাস খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ)-এর জামানায়। এমন অনেক যুবক ছিল যাহারা তাহাজ্জুদ ও নফল নামাজ রীতিমত পড়িত। ইহার কারণ হইল মানুষ

সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকে যে, মূল বস্তু ত অন্তরের মহব্বত। ইহা ব্যতীত সকল কিছুই বাহ্যিক যাহার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত দুধের ন্যায়। দুধ পেয়ালা ব্যতীত কি থাকিতে পারে? পেয়ালা হইলে দুধ থাকিবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আধ্যাত্মিকতাই মূল বস্তু। কিন্তু তাহা বাহ্যিক রূপ ব্যতিরেকে অস্তিত্বহীন। আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) যাঁহার আত্মা খোদা-তা'লার মহব্বতে পরিপূর্ণ ছিল, তিনি কি নামাজ পড়া কম করিয়া দিয়াছিলেন? তাঁহার নামাজ পড়া সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন দেখিতেন নামাজ পড়িতে পড়িতে তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত, তখন তিনি একদা আরজ করিয়াছিলেন, 'হে রসুলুল্লা (সাঃ) আপনি এত দীর্ঘ নামাজ কেন পড়েন? খোদাতা'লা কি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দেন নাই যে, তিনি আপনার সব গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন? রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন لا أكون عبدا شكورا। আয়েশা! আল্লাহ্ যখন আমার উপর এই এহ্‌সান (অনুগ্রহ) করিয়াছেন তখন আমার কি ইহা কর্ত্তব্য নহে যে, উহার অধিকতর 'শুকর্' আদায় করি। যদি রসুল করীম (সাঃ) তাঁহার মহান ও মহৎ দরজার অধিকারী হওয়া সত্তেও নামাজ পড়িয়াছেন; ফরজ ও সুন্নত নামাজ আদায় করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নফল নামাজ ও জিক্‌রে ইলাহী সবকিছু অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাহা হইলে আমাদের এই ধারণা কিরূপে ঠিক হইতে পারে যে, এই পুন্য কার্যাবলী পালন ব্যতিরেকে আমরা খোদার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি? যে সকল ব্যপার সমূহ স্বয়ং রসুল করীম (সাঃ)-এর জন্য আবশ্যকীয়—সেই গুলি আমাদের জন্যও অপেক্ষাকৃত ভাবে তাঁহার চাইতে অধিকতর প্রয়োজনীয়। রসুল করীম (সাঃ)-এর চিত্ত রুহানীয়তে পরিপূর্ণ ছিল। খোদার তরফ হইতে তিনি মহান ও উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা সত্তেও যদি তাঁহার জন্য বাহ্যিক এবাদত সমূহের প্রয়োজন রহিয়াছিল, তাহা হইলে আমাদের জন্য ত সেগুলির অত্যন্ত বেশী প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা যেন শুধু আবরণকেই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ না করি। কেননা কোন কাজ শুধু বাহ্যিক ভাবে করিয়া ফেলিলে এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি লক্ষ্য না রখিলে নিষ্ফল হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নামাজ; ইহা শুধু বাহ্যিক রূপে পড়িয়া লওয়া যথেষ্ট নয়। বরং উহার সহিত হৃদয়ের সম্মিলনও অবশ্য প্রয়োজনীয়। শুধু মাথা উত্তোলন করা ও নত করা দ্বারা কিছুই লাভ হইতে পারেনা।

সুতরাং ইহা আবশ্যকীয়, যে ক্ষেত্রে তোমরা বাহ্যিকতাকে সংশোধিত করিবার

চেষ্টা কর—সে ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা সংশোধনের প্রতিও তৎপর হও। যখন তোমরা বাহ্যিকতা ও আধ্যাত্মিকতা উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করিবে তখন সেই অবস্থার সৃষ্টি হইবে যদ্বারা তোমরা অনুভব করিবে যে, তোমাদের ভিতর এক নূতন জিনিস জন্ম লইয়াছে। পৃথিবীতে সামান্য সামান্য পরিবর্তন ঘটিলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি। যেমন যকৃত বা প্লীহা বৃদ্ধি পাইলে মানুষ বলিয়া উঠে যে, 'আমি কিছু ভার ভার অনুভব করিতেছি।' মানুষ যখন বসিতে যায় তখন অনুভব করে যে, তাহার বসিবার পথে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়াছে। কিড্‌নীতে পাথর জন্মিলে মানুষ পেসাব করিবার সময় অনুভব করে। এই সামান্য সামান্য ব্যাপার গুলি সৃষ্টি হইয়া যখন মানুষের মধ্যে এক প্রকার অনুভূতির সৃষ্টি হয় তখন ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে, আল্লাহ-তা'লার সহিত মানুষের সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে উহার অনুভূতি সৃষ্টি হইবে না? যখনই কোন জিনিস মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তখনই তাহার মধ্যে তাহার অনুভূতির পরিবর্তন আসে। এমনি ভাবে তাহার মধ্যে যখন আল্লাহ্-তা'লার মহব্বত সৃষ্টি হয়, তখন সে অনুভব করে যে, তাহার ভিতর কোন একটি নূতন জিনিসের সৃষ্টি হইয়াছে। আল্লাহ্‌র উপরে তাহার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উহার নিদর্শন গুলি যখন পরিদর্শন করে তখন সে বুঝিতে পারে যে, ইহা একটা নব আশীষযুক্ত বস্তু—শাস্তি-জনক নয়। আর ইহা তখনই সম্ভবপর হয় যখন বাহ্যিকতা ও আধ্যাত্মিকতা একাকার হইয়া যায়। আধ্যাত্মিকতা শিশু স্বরূপ। যেমন শিশু প্রস্তুত হওয়ার জন্য আত্মা ও দেহ দুইটি বস্তুর প্রয়োজন রহিয়াছে—তেমনি বাহ্যি-কতা ও আধ্যাত্মিকতা পরস্পর মিলিত হইলে 'রোইয়াতে ইলাহী' (ঈশ্বর দর্শন) এবং 'এরফান' (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) সৃষ্টি হয় ও আল্লাহ্-তা'লার দর্শন লাভ হয়। এই দুই জিনিসের দ্বারাই ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে। আমাদের জমাতের উচিত নিজেদের মধ্যে এই উভয় গুণ সৃষ্টি করা এবং উহাদের মধ্যে অধিকতর পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য চেষ্টিত হওয়া।*

অনুবাদক—মৌলবী আহ্‌মুদ সাদেক মাহ্‌মুদ

---

* ১৯৫৯ ইসাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে হযরত আকদাস (আইঃ) এই খুতবা পাঠ করেন। ইহা ১৯৬৩ ইসাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে উর্দু আল-ফজল পত্রিকায় পুনঃমুদ্রন হয়।

সংবাদ সংগ্রহ

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

ডাক্তার বনাম আইনজ্ঞ!

শুধু আমাদের দেশেই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও ডাক্তারের চাইতে আইনজ্ঞদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সংখ্যাতাত্বিক হিসাবে দেখা গেছে যে, সে দেশে ডাক্তার রয়েছে ২৫৬, ১৫৯ জন, আর আইনজ্ঞ রয়েছে ২৮৬, ০০০ জন। রোগের চিকিৎসার চাইতে আইনের ম্যারপ্যাচ বোঝার দরকারই বেশী হয়ে পড়ল!

বিজ্ঞান সাময়িকী
মে, ১৯৬৩ ইসাব্দ,

সার্জারী!

২০ মাস বয়সের শিশুকে কুকুরে কামড়িয়ে আঙ্গুল সাংঘাতিক ভাবে জখম করেছে। ডাক্তার আঙ্গুলটা কেটে বাদই দিয়ে দিলেন। তার জায়গায় পায়ের একটা কাটা আঙ্গুল এনে জুড়ে দেওয়া হল। পায়ের আঙ্গুল গেল বটে কিন্তু শিশুটার হাতখানা আগের মতই স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। এন্টিবায়োটিক ঔষধ আর প্লাষ্টিক সার্জারীর বদৌলতে ও সম্ভব।

বিজ্ঞান সাময়িকী
মে, ১৯৬৩ ইসাব্দ

ভাষা

পৃথিবীতে মোট ভাষার সংখ্যা কটা এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। বৃটিশ পদার্থবিদ ডাঃ আর্থার ক্লার্ক ৬০০০ বলে উল্লেখ করেছেন। ফরাসী একাডেমীর হিসেব মতে কিন্তু এ সংখ্যা ৩০০০ এর চাইতে কিছু বেশী। আবার এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়া বলে, পৃথিবীতে ২৫০০ থেকে ৫০০০ ভাষা চলতি রয়েছে।

বিজ্ঞান সাময়িকী
মে, ১৯৬৩ ইসাব্দ

মঙ্গল গ্রহে গালিভার

মঙ্গল গ্রহে প্রাণের সন্ধান নেওয়ার জন্য যান্ত্রিক গালিভার সেখানে পৌঁছাচ্ছে ১৯৬৪

সনে। মাত্র এক পাউণ্ড ওজনের গালিভার নামক এ যন্ত্র মঙ্গলে পৌঁছে সেখানে জীবনের কোন চিহ্ন আছে কিনা তার খোঁজ নিতে আরম্ভ করবে। অবশ্য এ গালিভার খোঁজ নিতে পারবে তার তুলনায় যারা লিলিপুটিয়ান শুধু তাদেরই। অর্থাৎ নিম্নস্তরের কোন প্রাণী মঙ্গল গ্রহে আছে কিনা সেটা জানাই হবে তার কাজ।

বিজ্ঞান সাময়িকী
মে, ১৯৬৩ ইসাব্দ

শিশুর জন্ম

প্রতিদিন ১,২০,০০০টি শিশুর জন্ম হচ্ছে; প্রতি বৎসর ২ কোটী একর জমি চাষের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কৃষিকথা
নভেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯৬২ ইসাব্দ

হাঙ্গর মাছের বিচার

সর্বকালের জন্য চমকপ্রদ একটি মাছের কাহিনী প্রমাণ করে যে, পাপের ফল ভোগ করতেই হয়। জ্যামাইকার সরকারী দপ্তরের কাগজ-পত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক কুখ্যাত মার্কিন জলদস্যুর ক্যারিয়ান সমুদ্রে বৃটীশ রণ-তরী কর্তৃক অবরুদ্ধ হবার ঘটনা জানা যায়। নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায়ান্তর না দেখে দস্যুদলপতি তার জাহাজের সমুদয় কাগজ-পত্র সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করে। ধরা পড়ার পর দস্যুদলপতিকে আজীবন কারাদণ্ড দানের অভিপ্রায়ে জ্যামাইকার বন্দরে হাজির করা হয়। উপযুক্ত দলিল পত্রের অভাবে যখন দস্যু আদালত কর্তৃক প্রায় মুক্তি পাচ্ছিল ঠিক তেমনি সময় অপর একটি বৃটিশ জাহাজ সেই বন্দরে উপস্থিত হয়। শেষোক্ত জাহাজের কাপ্তান আদালতকে জানায় যে, তার জাহাজের নাবিকগণ হাইতী দ্বীপের অদূরে একটি বৃহদাকার হাঙ্গর শিকার করে এবং তার পাকস্থলী কাটার পর উক্ত জলদস্যু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সমুদয় কাগজ-পত্র অবিকল অবস্থায় পাওয়া যায়। হাঙ্গর মাছ কর্তৃক রক্ষিত এই সমুদয় কাগজ-পত্রই শেষ পর্যন্ত উক্ত জলদস্যুকে প্রকৃত দোষী বলে সাব্যস্ত করে এবং উপযুক্ত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে।

(ডিপার্টমেণ্ট অব ফিসারীজ, ক্যানাডার ট্রেড নিউজ থেকে উদ্ধৃত)

কৃষিকথা
অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

শানে আল্লাহ্

আফ্রিকা মহাদেশের জাঞ্জিবার দ্বীপের মাছের বাজারে একবার একটি বিশেষ ধরণের মাছের আবির্ভাবে বিরাট বিস্ময় ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই মাছটির লেজের একদিকে পুরাকালের আরবী হরফের অনুকরণে লেখা ছিল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই) এবং অপর দিকে 'শানে আল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র মহিমা)। এই মাছটি প্রথমতঃ মাত্র এক আনায় বিক্রী হয়েছিল; পরে এটি থেকে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার হয়।

কৃষিকথা

নবেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯৬২ ইসাব্দ

শ কি বলেন

শ পরিবারের তিনটি ছেলে-মেয়েকে প্রতি রবিবার সানডে স্কুলে হাজিরা দিতে হত। চার্চের ঘনিষ্ঠ সংযোগে মনে কিঞ্চিৎ ধর্মভাব জাগবে এই হয়ত উদ্দেশ্য ছিল। পরে শ বলেছেন "ধর্ম-মন্দির নয়, শয়তানের বৈঠকখানা।

'জর্জ বার্নার্ড শ'

ভবাণী মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ১০

শ'র মাতুলের উক্তি

একদিন শ'র মাতুল কথা প্রসঙ্গে বললেন "লাজারসের ঘটনা যীশুর একটা চালাকি, লাজারসকে কপট মৃত্যুতে আচ্ছন্ন রেখে যথাকালে জীবন দান করা হয়েছে।"

'জর্জ বার্নার্ড শ'

ভবাণী মুখোপধ্যায়; পৃঃ ১১

পকেটমারদের স্কুল

সিলেটে প্রাপ্ত ভারতের আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জনক্তির (৩রা জুলাই সংখ্যা) এক খবরে জানা গিয়াছে যে, পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া শিলচরে পকেটমারদের স্কুল চলিয়াছে। সাধারণ স্কুলের ছাত্ররাও সেখানে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। সম্প্রতি একটি ছাত্র পকেটমার ধরা পড়িয়া এই মর্মে বিবৃতি দিয়াছে।

জেহাদ

২৮ শে আষাঢ়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

বছরে ১৫ লক্ষ টাকার শস্য নষ্ট

ফসল তোলার অদক্ষতার শোচনীয় পরিণতি

ঢাকা, ৭ই জুলাই—পূর্ব পাকিস্তান

কৃষি কলেজের ডাঃ হাসানুজ্জমান বলিয়াছেন যে, প্রতিবৎসর প্রদেশের ফসল তোলার সময় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার মত ধান নষ্ট হইয়া যায়।

এক প্রবন্ধে তিনি উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রতি বৎসর প্রদেশে এমনি ভাবে মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ ধান নষ্ট হইয়া যায়।

ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম

ভিটশাহ, ৬ই জুলাই।—প্রেসিডেন্ট মোহাম্মাদ আইয়ুব খান বলেন যে, ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম এবং জাতি, ধর্ম, গোত্রের মধ্যে কোন বিভেদ ইহাতে নাই।

তিনি বলেন যে, নব্য আফ্রিকায় মানুষ যে ভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতেছে, তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, ইসলাম ধর্মের একটি সর্বজনীন আবেদন রহিয়াছে।

হায়দারাবাদ হইতে ৩৮ মাইল দূর ভিটশাহতে মরমী কবি শাহ আবদুল লতিফ ভাটাইয়ের ২১১ তম মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রেসিডেন্ট উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

জেহাদ

২৫শে আষাঢ়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

নিষ্ফল দম্ভের বশবর্তী হয়ে নিজেদের সম্পত্তি উদরসাৎ করো না; কিন্তু যদিচ্ছার সাথে আপোষে পরস্পর ব্যবসায় বানিজ্য করবে, নিজকে ধ্বংস করো না।

(কোরআন ৪ : ১৯)

—ঃ সম্পাদকীয় ঃ—

রবিউল আউয়াল মাস। এ মাসের বারো তারিখে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (দঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন সে সময়ে সমস্ত জগত—বিশেষ করে আরব দেশ সকল রকম অজ্ঞানতা ও কুকার্যে নিমজ্জিত ছিল। আরব দেশে না ছিল জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা—না হয়েছিল সত্যতার বিকাশ। কিন্তু হযরত রসুল করীম (দঃ)-এর শিক্ষা ও তাঁর মাধ্যমে পাওয়া বিধান নিজেদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করায় তারা নূতন জীবন লাভ করে এবং জগতকে এক নূতন ও কল্যাণকর সভ্যতার পথ দেখায়।

আবার যখন তাঁর শিক্ষা ও তাঁর মাধ্যমে পাওয়া জীবন বিধান থেকে মুসলমানরা দূরে সরে যেতে লাগল—ঠিক তখন হতে তাদের পতনও আরম্ভ হয়েছে এবং বর্তমানে তারা পশ্চাদপদ জাতি ও হেয় জাতিতে পরিণত হয়েছে। এখন ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা পুথিতে ও বুলিতে স্থান পেয়েছে; কিন্তু কার্যে ঐ সবের বড় একটা প্রতিফলন নেই।

ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে হেফাজতের ভার আল্লাহ্ নিজ হাতে নিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হেয়, পশ্চাদপদ মুসলমান জাতিকে গৌরবের উচ্চ-শিখরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ যুগে হযরত মোহাম্মাদ (দঃ)-এর অনুবর্তী হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-কে পাঠিয়েছেন। যারা সত্যিকার ভাবে তাঁকে গ্রহণ করবে ও নিজেদেরকে সংশোধিত করে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত হবে—তারা জয়লাভ করবে।

এই শুভ দিনে আমরা আল্লাহ্র দরগাহে প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদেরকে ইসলামের সেবায় সবকিছু করতে তৌফিক দেন। আমীন।

* * *

১৪ই আগষ্ট। এ দিনে মুসলমানরা বহু বাধা পার হয়ে—বহু সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এ দিনে তারা শুধু বৃটীশ জাতির গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়নি—তারা মুক্ত হয়েছে পাক-ভারত উপমহাদেশের পৌত্তলিকদের নাগপাশ হতেও। তারা চেয়েছে মুসলমান হিসাবে—তাদের আদর্শ ও ধর্মে কায়েম থেকে—স্বাধীন জীবন জাপন করতে।

এই দিনকে স্মরণ করে, আমরা কামনা ও প্রার্থনা করছি আল্লাহ্ যেন তাদের অন্তরের ইচ্ছা কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করান। মুসলমানরা যেন তাদের জীবনে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আমীন।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান, সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে লেখা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। লেখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ লেখার অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ লেখা না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় লেখা পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহমদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	২৫৲
„ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	„	১৫৲
„ সিকি কলম	„	৮৲
„ কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	„	৭০৲
„ „ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	২৫৲
„ „ ৪র্থ পূর্ণ	„ „	৮০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar